সাহাবিদের ইসলামগ্রহণ

আবদুল আলিম নদবি

আবদুল্লাহ আল মুনীর
অনূদিত

ইহদা
পাবলিকেশন

শুরুর কথা

মাওলানা সাইয়েদ রাবে হাসানি নদবি রহ.

(সাবেক সভাপতি, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড; সাবেক নাজেম, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লখনৌ)

হামদ ও সালাতের পর, এ ধরা ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দীন ইসলামকে শেষ নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তিনি এ দীন ও শরিয়তের পয়গাম নিয়ে যে যুগে আগমন করেছিলেন, সেটা ছিল বিশ্বের ধর্মীয় ও চারিত্রিক দিক বিবেচনায় চরম বিশৃঙ্খলার যুগ। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি প্রেরণের ধারাবাহিকতা স্তগিত হবার পর নবিজির আগমনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল প্রকটহারে। এ সংকটপূর্ণ সময় বিশ্বের বুকে বিদ্যমান ছিল হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণের পর থেকে নিয়ে প্রায় ৬০০ বছর। এ সময়ে কোনো নবি আসেননি ধরার বুকে। মূলত হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে তার জাতি যে জঘন্য আচরণ করেছিলেন, এতে মহান আল্লাহ এতটা রাগান্বিত হয়েছিলেন—যার ফলে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এ ভুবনকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সিদ্ধান্ত হতে পারত। কিন্তু মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি দয়া ও করুণা করে ফের নবি-প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন এবং এ নবিকে মানব সংশোধনের চূড়ান্ত সক্ষমতা দান করেন। সেই সাথে নবিজির মাধ্যমে নবিপ্রেরণের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়। এভাবেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবি হিসেবে দুনিয়ায় আগমন করেন।

আল্লাহ তাআলা শেষ নবিকে এমন জাতির মাঝে প্রেরণ করেন, যারা উৎকর্ষিত ও বিপর্যস্ত সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে শুধুমাত্র মানবিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে

সীমাবদ্ধ ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির পূর্বমুহূর্ত ধরা যায় এটিকে, যখন মানুষের সক্ষমতা কেবল অভ্যাসগত পরিসীমায় বদ্ধ থাকে এবং উন্নীত সভ্যতায় স্বার্থের দ্বন্দ্বে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তা থেকে তারা মুক্ত থাকে।

এ জাতি ছিল আরবের উম্মি তথা অশিক্ষিত জাতি। যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষার দেখা পায়নি। তাদের সামনে যখন আল্লাহর সত্য নবি হকের দাওয়াত ও তার সত্যতা তুলে ধরলেন, তখন যারা এ আহ্বানকে যতদিন বুঝতে পারেনি, তারা ততদিন এ ডাকে সাড়া দেয়নি। যারা যখনই বুঝতে পেরেছে, তখনই এর অনুগত হিসেবে নিজেকে পেশ করেছে এবং এর প্রচারক হিসেবে মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, শুরুর দিকে তাকে কঠোর বিরুদ্ধাচরণ হজম করতে হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে নবিজির কর্মপন্থা ও চারিত্রিক গুণাবলি এবং আল্লাহ তাআলার কালাম এতটা প্রভাব বিস্তার করে, মাত্র তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে শুধু মুসলিমদের একটি দল গঠনই হয়নি; বরং সচেতন প্রাজ্ঞ দাঈ ও আদর্শ ব্যক্তিত্বে পূর্ণ একটি সমাজ গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে যারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ ও সাক্ষাতে ধন্য হয়েছেন, তারা ইস্পাতকঠিন মুসলমান সাব্যস্ত হয়েছেন। তারা পরবর্তী প্রজন্ম এবং দুনিয়ার আনাচকানাচে ইসলামি আখলাক ও আমালের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের মাধ্যমে এ দীন আন্তর্জাতিক ও সর্বকালীন ধর্মে পরিণত হয়েছে। নবিজির সংস্পর্শধন্য এই মহান সাহাবায়ে কেরাম সমগ্র মানবজাতির মাঝে নবিদের পর সবচেয়ে উত্তম আদর্শ দল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছেন; যাদের জীবন ও চরিত্র দেখে ইসলামের প্রতি মহব্বত ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায়।

তাদের জীবন ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনাবলি মানুষের সামনে উপস্থাপন সময়ের চাহিদা ছিল, যাতে এর মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও চরিত্রাবলির ওই দৃষ্টান্ত সামনে উন্মোচিত হয়, যা ইসলাম সত্য ধর্ম হবার ব্যাপারে চূড়ান্ত বিশ্বাস জাগ্রত করবে। আরবিভাষায় এর বৃহৎ রচনাভান্ডার বিদ্যমান। উর্দুতে শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া কান্ধলবি রহ.-এর *হেকায়াতে সাহাবা*, মাওলানা আবদুস সালাম নদবি রহ.-এর 'উসওয়ায়ে সাহাবা' এবং মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবি রহ.-এর 'হায়াতুস সাহাবা' বেশ ফলপ্রসূ রচনাকর্ম। মাওলানা আবদুল্লাহ হাসানি মরহুমের নির্দেশনায় মৌলবি আবদুল আলিম নদবি রায়বেরেলবি এ বিষয়ে কাজ

করেছেন। এটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আশা করছি, এ গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকের সামনে দীন ইসলামের আখলাক ও সিফাতের উত্তম উপমা উন্মুক্ত হবে এবং সাহাবায়ে কেরামের সুউচ্চ অবস্থানও সুস্পষ্ট হবে যে—তারা শেষ নবির পর আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তারা ওই বাস্তবিক উপমা হিসেবেও আমাদের সামনে আবির্ভূত হবেন, যা পড়ে ও অনুভব করে মানুষ ওই মহোত্তম গুণাবলি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে—যা মহান আল্লাহর নিকট প্রিয়, যা পরকালীন সাফল্যের পথ ও পন্থা। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থের মাধ্যমে ব্যাপক উপকার সাধন করুন।

মুহাম্মাদ রাবে হাসানি নদবি
দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ, তাকিয়া, রায়বেরেলি
রমজানুল মুবারক, ১৪৩৬ হিজরি

অভিমত

মাওলানা সাইয়েদ বিলাল আবদুল হাই হাসানি নদবি হাফিজাহুল্লাহ

(জেনারেল সেক্রেটারি, পয়ামে ইনসানিয়াত)

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত এ ধর্মকে পছন্দ করে নিয়েছেন। ঘোষণা দিয়েছেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হলো ইসলাম।'[১]

আরও ইরশাদ করেছেন :

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না; পরকালে সে হবে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।'[২]

প্রত্যেক নবি নিজ নিজ যুগে পথচ্যুত উম্মতকে ইসলামের সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন এবং নিজেদের গোটা জীবনকে ইসলাম প্রচারে ব্যয় করেছেন। আল্লাহ তাআলা শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। একদিকে তার দাওয়াতের পরিসীমা হচ্ছে গোটা বিশ্ব, অন্যদিকে তার দাওয়াতি কার্যক্রমের সময়কাল হচ্ছে কেয়ামত পর্যন্ত।

---

১. সুরা আলে ইমরান : ১৯

২. সুরা আলে ইমরান : ৮৫

নবিজি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বেরোলেন, মক্কার মরু-পাহাড়ে সে পবিত্র আহ্বান প্রতিধ্বনিত হলো। ধীরে ধীরে মানুষ এ ডাকে সাড়া দিতে শুরু করলেন। এরপর একটি সময় এল, যখন মানুষ দলে দলে ইসলামের দিকে ছুটে আসতে শুরু করল।

ইসলাম গ্রহণকারী এই মহান ব্যক্তিদের ইতিহাস পড়লে অনুধাবন করা যায়, দুটি বস্তু তাদেরকে ইসলামের দিকে টেনে আনার পেছনে অধিক কার্যকরী ছিল—একটি হচ্ছে নবিজির সত্তা, অপরটি কালামুল্লাহ।

তাদের ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত ঘটনাবলি হাদিস, সিরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে বিক্ষিপ্তাকারে বিদ্যমান। এ ঘটনাগুলো খুবই হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাব বিস্তারকারী। আশ্চর্যের কথা হলো, নিকট অতীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের ঘটনা নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হলেও সাহাবায়ে কেরামের ইসলাম গ্রহণের গল্প নিয়ে অন্তত উর্দুভাষায় কোনো গ্রন্থ খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আনন্দের বিষয় হচ্ছে, কাজটি আমার প্রিয়ভাজন মৌলবি আবদুল আলিম নদবি সাহেব অত্যন্ত শ্রম দিয়ে শেষ করেছেন। প্রিয় ভাই মাওলানা সাইয়েদ আবদুল্লাহ হাসানি নদবি রহ.-এর সাথে তার আত্মার সম্পর্ক ছিল। এ কাজ তিনি তার অনুপ্রেরণাতেই করেছেন। এর হিন্দি অনুবাদও তিনি করিয়েছিলেন, যা শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। উর্দুভাষায় এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল, যাতে দাওয়াতি কাজে নিমগ্ন ব্যক্তিরা এ থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন।

আমি লেখককে মোবারকবাদ জানাচ্ছি, দুআ করছি—আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থকে কবুল করুন। দাওয়াতের ময়দানে এটি যেন পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে এবং লেখকের জন্য নাজাতের ওসিলা হয়।

বিলাল আবদুল হাই হাসানি নদবি
মারকাজুল ইমাম আবুল হাসান নদবি, দারে আরাফাত
১৫ শাওয়াল, ১৪৩৬ হিজরি

সূচিপত্র

ইসলামের অমিয় আহ্বান ১৯
সাহাবায়ে কেরামের ইসলামগ্রহণ ২৫
কুরআনুল কারিমের প্রভাব ২৬
নবি-চরিত্রের প্রভাব ২৮
নবি-বচনের প্রভাব ২৮
নবি-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ২৯
দাঈদের প্রভাব ২৯
মোজেজার প্রভাব ৩০
মক্কাবিজয়ের প্রভাব ৩০
হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩১
হজরত উমর ফারুক রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩৬
হজরত উসমান রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৪৩
হজরত আলি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৪৬
হজরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৪৯
হজরত তালহা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫১
হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৩
হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৪
হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৭
হজরত সাঈদ বিন জায়েদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৫৮
হজরত হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬০

হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬২
হজরত বেলাল বিন রাবাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৩
হজরত জাফর তাইয়ার রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৪
হজরত জায়েদ বিন হারেসা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৭
হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৮
হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৬৯
হজরত আবু মুসা আশআরি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭২
হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৩
হজরত সুহাইব বিন সিনান রুমি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৬
হজরত মুসআব বিন উমাইর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৭৮
হজরত উসমান বিন মাজউন রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮০
হজরত আরকাম বিন আবিল আরকাম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৩
হজরত শুরাহবিল বিন হাসানা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৪
হজরত উবাইদা বিন হারেস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৫
হজরত আমর বিন মুররা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৬
হজরত উকাশা বিন মিহসান রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৬
হজরত আবদুল্লাহ বিন মাখরামা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৭
হজরত হুসাইন রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৮৮
মুআবিয়া বিন হাইদা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯০
হজরত মিকদাদ বিন আমর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯১
হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯২
হজরত আবদুল্লাহ বিন সুহাইল রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৩
হজরত উতবা বিন গাজওয়ান রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৪
হজরত আমের বিন ফুহাইরা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৪
হজরত আবু সালামা বিন আবদিল আসাদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৫
হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৭
হজরত আবু হুজাইফা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৮
হজরত আবু হুরাইরা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৯৯
হজরত আবু জর গিফারি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১০০

হজরত সালমান ফারসি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১০৩
হজরত আমর ইবনুল আস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১০৯
হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১১২
হজরত খালিদ বিন সাঈদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১১৪
হজরত খাব্বাব বিন আরত রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১১৬
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১২০
হজরত বুরাইদা আসলামি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১২১
হজরত তুফাইল বিন আমর দাউসি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১২৩
হজরত উকবা বিন আমের জুহানি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১২৭
হজরত উমাইর বিন ওয়াহাব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১২৮
হজরত আবু রাফে রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৩০
হজরত আকিল বিন আবি তালিব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৩২
হজরত নাওফাল বিন হারেস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৩২
হজরত তুলাইব বিন উমাইর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৩৫
হজরত আমর বিন আবাসা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৩৭
হজরত ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৩৯
সালামা বিন হিশাম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৪১
হজরত হাজ্জাজ বিন ইলাত রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৪১
হজরত হিশাম বিন আস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৪২
হজরত আবু আহমদ বিন জাহাশ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৪৩
হজরত আমর বিন সাঈদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৪৪
হজরত আবান বিন সাঈদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৪৫
হজরত আমর বিন উমাইয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৪৬
হজরত নুআইম বিন মাসউদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৪৭
হজরত আইয়াশ বিন আবি রবিআ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৪৯
হজরত আবু ফুকাইহা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৫০
হজরত নুআইম আন-নাহহাম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৫১
হজরত সাহল বিন বাইদা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৫২
হজরত আবু কায়েস বিন হারেস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৫৩

হজরত আমের বিন আবি ওয়াক্কাস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৫৪
হজরত আকিল বিন বুকাইর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৫৫
হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৫৬
হজরত আনাস বিন মালেক রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৫৭
হজরত উবাই বিন কাব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৫৮
হজরত আবু তালহা আনসারি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৫৯
হজরত আবু দারদা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৬০
হজরত উসাইদ বিন হুজাইর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৬২
হজরত সাদ বিন মুআজ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৬৩
হজরত আসআদ বিন জুরারা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৬৪
হজরত আবুল হাইসাম আত-তাইয়িহান রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৬৪
হজরত আবু কায়েস সিরমা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৬৫
হজরত উসাইরিম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৬৬
হজরত বারা বিন মারুর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৬৮
হজরত হানজালা বিন আবি আমের রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৬৯
হজরত রাফে বিন মালেক রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭০
হজরত রিফাআ বিন রাফে রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭১
হজরত জায়েদ বিন সাবেত রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭১
হজরত সাদ বিন উবাদা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭২
হজরত উবাদা বিন সামেত রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭৩
হজরত আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭৪
হজরত আব্বাস বিন উবাদা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭৫
হজরত আমর বিন জামুহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭৬
হজরত মুআজ বিন জাবাল রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭৭
হজরত জায়েদ বিন সা'না রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭৮
হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৭৯
হজরত আবু জাবির আবদুল্লাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৮১
হজরত সিরমা বিন আবি আনাস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৮২
হজরত আমির মুআবিয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৮৪

হজরত আকরা বিন হাবিস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৮৫
হজরত ইমরাউল কায়েস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৮৬
হজরত বুদাইল বিন ওয়ারাকা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৮৭
হজরত তামিম বিন আসাদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৮৮
হজরত সুমামা বিন উসাল রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৮৮
হজরত জাবের বিন সুলাইম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৯০
হজরত জারুদ বিন আমর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৯১
হজরত জুবাইর বিন মুতঈম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৯২
হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৯৪
হজরত জামিল বিন মামার রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৯৫
হজরত হারেস বিন হিশাম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৯৬
হজরত হাকাম বিন কাইসান রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৯৭
হজরত হানজালা বিন রাবি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৯৭
হজরত হুওয়াইতিব বিন আবদিল উজ্জা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ১৯৯
হজরত খুরাইম বিন ফাতিক রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২০১
হজরত খুফাফ বিন ইমা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২০২
হজরত রিফাআ বিন জায়েদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২০৩
হজরত জাবারকান বিন বদর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২০৪
হজরত জায়েদ বিন মুহালহাল রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২০৫
হজরত সুরাকা বিন মালেক রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২০৭
হজরত সাদ আল-আসওয়াদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২১০
হজরত সাফিনা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২১২
হজরত সাওয়াদ বিন কারিব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২১৩
হজরত সুহাইল বিন আমর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২১৪
হজরত শাইবা বিন উসমান রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২১৭
হজরত সাসাআ বিন নাজিয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২১৮
হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২২০
হজরত জিরার বিন আজওয়ার রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২২৩
হজরত জিমাদ বিন সালাবা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২২৪

হজরত জিমাম বিন সালাবা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২২৫
হজরত আব্বাস বিন মিরদাস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২২৮
হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২২৯
হজরত আবদুল্লাহ বিন বদর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৩১
হজরত আবদুল্লাহ বিন যিবারা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৩১
হজরত আবদুল্লাহ বিন আবদে নাহম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৩২
হজরত আত্তাব বিন উসাইদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৩৪
হজরত উতবা বিন আবি লাহাব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৩৫
হজরত উসমান বিন আবিল আস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৩৬
হজরত আদি বিন হাতেম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৩৭
হজরত উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৪০
হজরত ইকরিমা বিন আবু জাহেল রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৪৪
হজরত হিবার বিন আসওয়াদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৪৮
হজরত হারেস বিন হিশাম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৪৯
হজরত সাঈদ বিন আমের জুমাহি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৫১
হজরত জাব্বার বিন সুলমা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৫৩
হজরত যুল জাওশান দাবাবি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৫৫
হজরত বাশির বিন খাসাসিয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৫৭
হজরত আবু কুহাফা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৫৮
হজরত আমর বিন মুররাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৫৮
হজরত ফারওয়া বিন মুসাইক রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৫৯
হজরত ফুজালা লাইসি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৬১
হজরত ফিরোজ দাইলামি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৬২
হজরত কায়েস বিন খারশা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৬৪
হজরত কায়েস বিন আসেম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৬৫
হজরত কুরজ বিন জাবের ফিহরি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৬৬
হজরত কাব ও বুজাইর বিন জুহাইর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৬৭
হজরত কাহমাস আল-হিলালি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৬৯
হজরত লাবিদ বিন রবিআ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৭০

হজরত মুসান্না বিন হারেসা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৭১
হজরত মুতি বিন আসওয়াদ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৭৩
হজরত মুআবিয়া বিন হাকাম রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৭৩
হজরত ওয়াসেলা বিন আসকা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৭৫
হজরত ওয়ায়েল বিন হুজর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৭৬
হজরত ওয়াহশি বিন হারব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৭৭
হজরত ওয়াহাব বিন কাবুস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৭৯
হজরত ইয়াসির বিন আমের রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৮১
হজরত আবু উমামা বাহেলি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৮২
হজরত আবু বাসির রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৮৪
হজরত আবু জান্দাল রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৮৬
হজরত আবু বাকরা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৮৮
হজরত আবু রিফাআ আদাবি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৮৯
হজরত আবু সুফিয়ান বিন হারেস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৯০
হজরত আবু সুফিয়ান বিন হারব রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৯৪
হজরত আবুল আস রা.-এর ইসলামগ্রহণ ২৯৯
হজরত আবু মাহজুরা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০১
হজরত আবরাহা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০২
হজরত উসাইদ বিন সায়িআ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০৩
হজরত বাশির বিন মুআবিয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০৪
হজরত জাবর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০৫
হজরত হির নাজরাহ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০৬
হজরত আদ্দাস নাইনাওয়াঈ রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০৬
হজরত আমর বিন সাদি রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০৮
হজরত উমাইর বিন উমাইয়া রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০৯
হজরত কুরজ বিন আলকামা রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩০৯
হজরত মাইমুন বিন ইয়ামিন রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩১০
হজরত মাবুর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩১১
হজরত ইয়ামিন বিন উমাইর রা.-এর ইসলামগ্রহণ ৩১২

জনৈক সাহাবির ইসলামগ্রহণ ৩১৩
জনৈক সাহাবির ইসলামগ্রহণ ৩১৩
জনৈক সাহাবির ইসলামগ্রহণ ৩১৫
জনৈক সাহাবির ইসলামগ্রহণ ৩১৫
জনৈক সাহাবির ইসলামগ্রহণ ৩১৬
জনৈক সাহাবির ইসলামগ্রহণ ৩১৭
জনৈক সাহাবির ইসলামগ্রহণ ৩১৮
গ্রন্থপঞ্জি ৩১৯

ইসলামের অমিয় আহ্বান

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আরব জাতির জন্য প্রেরিত হননি; বরং তার দায়িত্ব ছিল—গোটা মানবজাতিকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া এবং গোটা বিশ্বে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। নবিজির এ পবিত্র দাওয়াতি কার্যক্রমে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে আরবের কাফেররা। বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে তবু নবিজি চালিয়ে গেছেন ইসলাম প্রচারের কাজ। ধীরে ধীরে বিস্তার ঘটেছে ইসলামের। প্রতিপক্ষের বাধার প্রাচীর যেমন ক্রমাগত দুর্বল হতে থেকেছে, ইসলামের প্রচার কার্যক্রমও তেমন বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবেই যখন মক্কাবিজয়ের পর কুরাইশদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আরবদের ধর্মীয় কেন্দ্র বাইতুল্লাহ মুসলিমদের হস্তগত হয়, তখন গোটা আরব ইসলামের রোশনিতে আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এটাই রিসালাতের প্রকৃত ইতিহাস।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। শুরুর দিকে তিনি একা আরবের বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে, জনসমাগম, স্থানীয় মেলা ও গোত্রে গোত্রে গিয়ে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়েছেন। আরবের অলিগলি ঘুরে মানুষকে একত্ববাদের কল্যাণ বুঝিয়েছেন। মূর্তিপূজা, পাথরপূজা ও বৃক্ষপূজা থেকে বারণ করেছেন। তিনি মানুষকে বুঝিয়েছেন, 'তোমরা অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখো—আল্লাহর পবিত্র সত্তা কোনো দোষত্রুটি কিংবা সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র। এ জমিন-আসমান চাঁদ-সেতারা ছোট-বড় সকল বস্তু সেই মহান প্রভু সৃষ্টি করেছেন। সকল সৃষ্টি তার প্রতি মুখাপেক্ষী। দুআ কবুল করা, অসুস্থকে আরোগ্য দান করা, কারও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার শক্তি কেবল তারই রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছে ও নির্দেশ ব্যতীত কেউ কিছু করতে পারে না। ফেরেশতা ও নবিগণও তার নির্দেশ ব্যতীত কিছু করার সামর্থ্য রাখেন না।'

আরবে উকাজ, উয়াইনা ও যুল মাজাজের মেলা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ এই মেলায় অংশগ্রহণ করত। নবিজি মেলায় গিয়ে আগত লোকদের ইসলাম ও একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন। হজরত তারেক বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি যুল মাজাজের বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ লাল ডোরাকাটা চাদর পরিহিত এক যুবককে দেখলাম। সে বলছিল, 'হে লোকসকল, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তবেই তোমরা সফল হয়ে যাবে।' সেই যুবককে আরেক ব্যক্তি পাথর নিক্ষেপ করে আহত করছিল। আক্রমণকারী ব্যক্তিটি বলছিল, 'তোমরা কেউ এ ছেলের কথা মানবে না। এ মিথ্যুক।' আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বলল, 'যুবকটি বনু হাশেমের, সে নিজেকে আল্লাহর রাসুল দাবি করে। আর পাথর নিক্ষেপকারী লোকটি তারই চাচা—আবু লাহাব।'

কিছুদিন পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে তায়েফের পথে রওনা হলেন। সফরসঙ্গী হজরত জায়েদ বিন হারেসা রা.। মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী সকল গোত্রে তাওহিদের বাণী শুনিয়ে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলেন তায়েফে। সেখানে গিয়ে নবিজি যখন মানুষকে তাওহিদের আহ্বান জানাতে শুরু করলেন, ওখানকার সর্দাররা তাদের গোলাম ও শহরের ছোট ছেলেদের শিখিয়ে দিল—তারা যেন নবিজির প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। নবিজির পবিত্র দেহের উদ্দেশ্যে শুরু হলো পাথরবৃষ্টি। ফোঁটা ফোঁটা রক্তে নবিজির জুতা মোবারক পায়ের সাথে এমনভাবে লেগে গিয়েছিল, ওজুর সময় পা থেকে জুতাজোড়া আলাদা করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তায়েফের মাটিতে দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসুল এতটা আক্রান্ত হয়েছিলেন যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েন। জায়েদ বিন হারেসা স্বীয় কাঁধে তুলে নবিজিকে উপত্যকার বাইরে নিয়ে যান। চোখেমুখে পানির ছিটা দেন। এরপর নবিজির জ্ঞান ফিরে আসে।

এত কষ্ট বরণ করার পর যখন একজন মানুষও ইসলাম গ্রহণ করেনি, এ অসীম বেদনা বুকে নিয়েও নবিজির হৃদয় মহান আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহব্বত থেকে সামান্যতমও বিমুখ হয়নি। তায়েফ থেকে ফেরার পথে তিনি বললেন, 'এ মানুষগুলোর ধ্বংসের জন্য আমি কেন দুআ করব? এরা যদিও এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনেনি, আমি আশাবাদী, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অবশ্যই এক আল্লাহকে বিশ্বাস করবে।'

মক্কায় ফিরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্রে মানুষের গৃহে যাতায়াত শুরু করলেন। মাঝেমধ্যে মক্কার বাইরে চলে যেতেন এবং কোনো মুসাফিরের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন। আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন।

ওই দিনগুলোতে নবিজি একবার বনু কিন্দায় হাজির হলেন। গোত্রের অধিপতি মালিহকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু গোত্রের সবাই অস্বীকার জানাল। গেলেন বনু আবদিল্লাহ গোত্রে। বললেন, 'তোমাদের পূর্বপুরুষের নাম আবদুল্লাহ, তোমরাও আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও।' তারাও দাওয়াত ফিরিয়ে দিল। এরপর গেলেন বনু হানিফা গোত্রে। তারা অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট পন্থায় নবিজিকে ফিরিয়ে দিল। এরপর গেলেন বনু আমের বিন সা'সাআর নিকট। গোত্রের অধিপতি বাইহারা বিন ফিরাস ইসলামের দাওয়াত শুনে বলল, 'আচ্ছা আমরা যদি তোমার কথা মেনে নিই, আর তুমিও যদি তোমার শত্রুদের ওপর বিজয়ী হয়ে যাও, তাহলে কি প্রতিজ্ঞা করবে—তোমার পর নবুওয়াতের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হবে?' নবিজি বললেন, 'এটা কীভাবে সম্ভব? এ তো আল্লাহর ইচ্ছে। তিনি যাকে চাইবেন, তাকেই আমার পর মনোনীত করবেন।' বাইহারা বলল, 'আচ্ছা! এখন গোটা আরবের সাথে যুদ্ধ করে আমরা তোমাকে আশ্রয় দেব, আর তুমি বিজয়ী হয়ে যাবার পর অন্যরা ফায়দা লুটবে—তাই না? যাও, তোমার সাথে আমাদের কোনো কাজ নেই।'

গোত্রগুলোর কাছে ভ্রমণকালে নবিজির সঙ্গী ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.। ওই দিনগুলোতে নবিজির সাথে সাক্ষাৎ হয় সুয়াইদ বিন সামেতের। সগোত্রে সুয়াইদের উপাধি ছিল 'কামেল' তথা পূর্ণাঙ্গ। নবিজি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সামেত বলেন, 'হয়তো আপনার কাছে সেটাই আছে, যেটা আমার কাছে আছে।' নবিজি বললেন, 'তোমার কাছে কী আছে সুয়াইদ!' তিনি বললেন, 'লোকমানের হেকমত।' নবিজি বললেন, 'নিঃসন্দেহে এটি উত্তম। তবে আমার কাছে আছে কুরআন, যা তার চেয়ে উত্তম। যা হেদায়েত ও নুর।' এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে শোনালেন। কুরআন শোনার পর সুয়াইদ তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর সুয়াইদ ইয়াসরিবে ফিরে গেলে খাজরাজ গোত্র তাকে হত্যা করে ফেলে।

ওই দিনগুলোতে ইয়াসরিব থেকে আবুল হাইসার আনাস বিন রাফে মক্কায় আগমন করে। তার সাথে ছিল বনু আবদিল আশহালের কতিপয় নওজোয়ান;

যাদের একজন ইয়াস বিন মুআজ। তারা এসেছিল কুরাইশদের সাথে নিজ গোত্রের সন্ধিচুক্তি করতে। নবিজি তাদের নিকট গেলেন। বললেন, 'আমার কাছে এমন বিষয় আছে, যার মাঝে রয়েছে তোমাদের সফলতার মূলমন্ত্র। তোমরা কি তা জানতে চাও?' তারা উৎসুক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো তো এমন কী রয়েছে তোমার কাছে?' নবিজি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসুল। তোমাদের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি মহান প্রভুর তরফ থেকে তার বান্দাদেরকে আহ্বান জানাই, সবাই যেন শিরক ছেড়ে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করে। আমার ওপর মহান আল্লাহ কিতাব নাজিল করেছেন।' এরপর ধারাবাহিক ইসলামের মূল ভাষ্য তাদের সামনে তুলে ধরতে থাকেন নবিজি। কুরআনের কিছু অংশও তিলাওয়াত করে শোনান। তারুণ্যের শিখায় দীপ্তিমান ইয়াসের কানে কুরআনের মধুবাক্য পৌঁছতেই সে বলে উঠল—'কসম খোদার, ওহে আমার স্বজাতি ভাইয়েরা, যে উদ্দেশ্যে তোমরা কুরাইশদের কাছে এসেছ, তার চেয়ে এ ব্যক্তির কথা উত্তম।'

আনাস বিন রাফে এ শুনে ইয়াসের দিকে এক মুষ্টি নুড়িপাথর ছুঁড়ে মেরে বলল, 'আরে হতভাগা চুপ কর, আমরা এ কাজের জন্য আসিনি।' এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখান থেকে উঠে চলে যান। ইয়াস বিন মুআজ ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। মরণকালে তার মুখে অবিরত চলমান ছিল মহান আল্লাহর গুণকীর্তন, প্রশংসাবাক্য ও বড়ত্বগাঁথা। কিছুদিন আগে নবিজি তার হৃদয়ে ঈমানের যে বীজ বপন করে দিয়েছিলেন, সেটিই যেন বৃক্ষ হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছিল মৃত্যুকালে।

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের হজের মৌসুম চলছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নিকষ কালো অন্ধকার মাড়িয়ে বেরোলেন মক্কা শহর থেকে। আকাবা উপত্যকায় কিছু মানুষের কথাবার্তার শব্দ পেলেন। শব্দের সূত্র ধরে তাদের নিকট পৌঁছলেন। আলাপরত ছয়জন ব্যক্তি ইয়াসরিব থেকে এসেছিলেন। নবিজি তাদের সামনে ঈমানের দাওয়াত পেশ করলেন। মহান আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের কথা শোনালেন। আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসার অনুভূতি জাগ্রত করে তুললেন। মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা জাগালেন। পবিত্রতা ও কল্যাণের সবক শেখালেন। অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দিলেন। কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে তাদের তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে সিক্ত করলেন। তারা যদিও ছিলেন মূর্তিপূজক, কিন্তু ইয়াসরিবের ইহুদিদের কাছে তারা বারবার শুনেছেন—

একজন নবি খুব শীঘ্রই আগমন করবেন। সেই প্রতীক্ষিত নবির দেখা যখন তারা পেয়ে গেলেন, ঈমানের নুরে নুরান্বিত হতে বিলম্ব করলেন না। অর্জন করে নিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি। এরপর ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে তারা অবতীর্ণ হলেন দীনের দাঈ হিসেবে।

তারা ইয়াসরিবে ঘুরে ঘুরে মানুষকে সুসংবাদ শোনাতেন, যে মহানবির আগমনের অপেক্ষায় ছিল গোটা বসুন্ধরা, এসে গেছেন তিনি; আমরা নিজকানে তার কথা শুনেছি। নিজ চোখে দেখেছি তার পবিত্র অবয়ব। আর তিনি আমাদেরকে এমন প্রভুর সন্ধান দিয়েছেন, ইহকালের জীবন-মৃত্যু যার সামনে কোনো মূল্য রাখে না।

তাদের মুখে এমন সুসংবাদ শুনে ইয়াসরিবের ঘরে ঘরে আলোচনা সরব হতে থাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে। পরের বছর ইয়াসরিবের অধিবাসীরা যখন মক্কায় হাজির হয়, তখন সুযোগ বুঝে নবিজির হাত থেকে ঈমানের দৌলত অর্জন করে নেয়। মোদ্দাকথা, নবিজির চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে ওই সময়কালে তৈরি হয় আনসার-মুহাজিরদের অগ্রগামী দল; যাদের হাতে স্থাপিত হয়েছিল ইসলাম প্রচারের ভিত্তিপ্রস্তর।

এরপর ক্রমাগত ইসলাম শক্তি-সক্ষমতা অর্জন করেছে, সাথে সাথে দাওয়াতের পরিসরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষিত সাহাবিগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন গোত্রে ও স্থানে সফর করেছেন। যে গোত্রের একজন সদস্য ঈমানের দৌলত অর্জন করতেন, তিনিই তার গোত্রে গিয়ে বাকিদের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানাতেন।

হজরত তুফাইল ইবনে আমর দাওসি রা. ইসলাম গ্রহণের পর দীনের দাওয়াত নিয়ে সগোত্রে ফিরে গেলেন। গোত্রবাসীরা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। তিনি খুব ব্যথিত হয়ে ফিরে এলেন নবিজির কাছে। বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার গোত্র অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে। আপনি তাদের জন্য বদদুআ করুন।' দয়ার নবি হাত উঠিয়ে দুআ করলেন—'আল্লাহ, দাওস গোত্রকে হেদায়েত দাও।' এরপর যখন তুফাইল নিজ গোত্রে গিয়ে দীনের দাওয়াত দিলেন, গোটা গোত্রবাসী ইসলামের অমিয় সুধা পান করে নিলেন।

আজদ শানুআ গোত্রের জিমাদ বিন সালাবা যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করেন, তখন নবিজি তাকে

বলেন—'তুমি তোমার গোত্রের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করো।' জিমাদ বিন সালাবা তেমনটাই করলেন। এরপর গোত্রের নিকট ফিরে যাবার পর তার দাওয়াতে পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

হজরত আবু জর গিফারি রা. ইসলাম গ্রহণের পর মক্কা থেকে নিজ গোত্রে ফিরে যান। গোত্রবাসীর নিকট তুলে ধরেন ইসলামের আহ্বান। অর্ধেক গোত্রবাসী তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে নেয়; বাকিরা বলে—'নবিজি যখন মদিনায় আসবেন, আমরা তখন ইসলাম গ্রহণ করব।' এরপর নবিজি যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তারাও ইসলাম গ্রহণ করে।

গিফারের নিকটবর্তী গোত্র ছিল বনি আসলাম। গিফার ও আসলামের মাঝে ছিল হৃদ্যতার পুরোনো সম্পর্ক। ফলে গিফারের দেখাদেখি বনি আসলামও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় চলে আসে।

এভাবেই ইসলাম ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকে। পঞ্চম হিজরিতে কুরাইশ ও জোটবদ্ধ গোত্রগুলো আহজাবের যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং কুরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ভাটা পড়ে। এ ঘটনার পর যেসব গোত্র পূর্ব থেকেই ইসলামের প্রতি আগ্রহী ছিল—তবে কুরাইশদের ভয়ে সাহস করে উঠতে পারছিল না—তারা একে একে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে থাকে। সর্বপ্রথম বনি মুজাইনা থেকে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। এ দলের ৪০০ লোক একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা ইসলাম গ্রহণের পর আগ্রহ ব্যক্ত করেন—'যদি প্রিয় নবিজির নির্দেশ হয়, আমরা মদিনায় চলে আসতে চাই।' কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—'তোমরা যেখানেই থাকো, মুহাজির হয়েই থাকবে।'

ওই সময়ে বনি আশজা থেকে ১০০ জনের একটি প্রতিনিধিদল মদিনায় আসে। তারা নবিজিকে বলে—'আমরা আপনার সাথে লড়াই করতে চাই না। আমরা চাই, আপনার সাথে সন্ধিচুক্তি হয়ে যাক।' নবিজি এতে সম্মতি প্রদান করেন। তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়। এরপর তারা নিজ থেকেই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

তাদের আশেপাশেই অবস্থান ছিল বনি জুহাইনার। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন। তারা দাওয়াত পেয়ে তৎক্ষণাৎ এক হাজার সদস্যের একটি দল নিয়ে মদিনায় হাজির হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ইসলাম বিস্তারের এ ধারা ধীরগতিতেই চলমান থাকে। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পন্ন হবার পর যখন মুসলিম-অমুসলিম একে অপরের সাথে স্বাধীনভাবে মেলামেশার অধিকার লাভ করে, তখন কাফেররা মুসলিমদের চরিত্র-জীবনাচার ও ইসলামের দৃশ্যমান অবয়ব দেখতে পায়। তাদের মাধ্যমে ইসলামকে অনুধাবন করার সুযোগ পায়। এতে প্রভাবিত হয়ে বহু কাফের ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। তাবারির বর্ণনামতে—'এমন কোনো বুদ্ধিমান মানুষ ছিল না, ইসলাম সম্পর্কে অবগত হবার পর যে তার আহ্বান ফিরিয়ে দিয়েছে।' বিগত সময়ে যত সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল, মাত্র দু-বছরে সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

তবুও মক্কাবিজয় পর্যন্ত ইসলামের এ যাত্রা তুলনামূলক ধীরগতিতে অগ্রসর হয়। মক্কাবিজয়ের পর চতুর্দিক থেকে মানুষ ইসলামের দিকে ছুটে আসতে থাকে। কারণ, কাবা শরিফের অভিভাবকত্বের কারণে কুরাইশরা ছিল গোটা আরবের নেতা। সবার দৃষ্টি তাদের প্রতি সবিনয় নিবদ্ধ ছিল। মক্কাবিজয়ের পর যখন কাবা শরিফ মুসলিমদের অধিকৃত হলো এবং কুরাইশদের শক্তি-সক্ষমতা বিচূর্ণ হলো, তখন আরবের গোত্রগুলো সদলবলে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সহিহ বুখারির বর্ণনামতে, ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তে আরবরা তাকিয়ে ছিল কুরাইশদের দিকে। তারা বলাবলি করত, 'মুহাম্মাদকে তার গোত্রের (কুরাইশের) কাছে ছেড়ে দাও। যদি সে কুরাইশদের ওপর বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে সত্য নবি।' ফলে যখন মক্কাবিজয় হলো, তখন সকল গোত্রবাসী উৎফুল্লচিত্তে ইসলামের প্রতি ধাবিত হতে থাকল। এ ব্যাপারেই কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ، وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا

'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, আর তুমি মানুষদের দেখবে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে।'[৩]

সাহাবায়ে কেরামের ইসলামগ্রহণ

চারিত্রিক সৌন্দর্য, আত্মিক ভাবাবেগ ও সংবেদনশীলতা একজন ভালো মানুষের প্রকৃত গুণ। এ গুণাবলির মাধ্যমেই সে যাবতীয় উপদেশ ও শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ

৩. সুরা নাসর : ১-২

করতে পারে। প্রভাতের মৃদুমন্দ হাওয়া একটি ফুলের পাপড়িকে নাড়িয়ে দেয়, কিন্তু বৃক্ষকাণ্ড প্রবল ঝড়ো বাতাসেও অটল থাকে। মানুষের চেহারারশ্মি খুব সহজেই আয়না ভেদ করতে পারে, বিপরীতে পাহাড়ের দেয়াল অতিক্রমের সামর্থ্য রাখে না ইস্পাতের তির। মানুষের চরিত্রও কিছুটা এমন। চরিত্রবান সংবেদনশীল মানুষ সত্যের আহ্বানকে খুব সহজেই গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু হৃদয় যাদের পাথর হয়ে গেছে, বড় মোজেজাও তাতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এমন উপমা আমাদের যাপিত জীবনে অহরহ পাওয়া যায়। ইসলাম প্রচারের ইতিহাস এমনসব দৃষ্টান্তের সাথে মিশে আছে। কাফেরদের মাঝে আমরা এমন কতিপয় কঠোর-হৃদয় মানুষ দেখতে পাই, শত প্রচেষ্টার পরও যারা মহামহিম আল্লাহর সামনে মাথা নোয়াতে রাজি হয়নি। বিপরীতে সাহাবায়ে কেরাম রা. কুরআনুল কারিমের আয়াত, নবিজির চরিত্র-অভ্যাস, উপদেশ-নসিহত, অবয়ব-সাদৃশ্য, শিক্ষাদীক্ষা, মোজেজা-নিদর্শন—মোটকথা, সকল প্রভাবক বিষয় থেকে প্রভাবিত হয়েছেন এবং আগ্রহচিত্তে সন্তুষ্টির সাথে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

কুরআনুল কারিমের প্রভাব

হজরত উমর রা. স্বয়ং নবিজিকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। কিন্তু যখন কুরআনুল কারিমের কিছু আয়াত শ্রবণ করলেন, তার হৃদয় ঈমানের নুরে আলোকিত হয়ে উঠল। হজরত আবু জর গিফারি রা. তার ভাইয়ের নিকট কুরআনের অলৌকিক প্রভাবের ব্যাপারে অবগত হলেন। এরপর তিনি নবিজির খেদমতে হাজির হয়ে সত্যহৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। হজরত উসমান ইবনে মাজউনের কানে পৌঁছল কুরআনের এ আয়াতটি :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

‘নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।’[৪]

৪. সুরা নাহল : ৯০

এ আয়াত শোনার পর তিনি কী ভেবেছিলেন—তা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এটিই সেই মুহূর্ত, যখন আমার হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করে এবং আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে শুরু করি।'

জুবাইর ইবনে মুতঈমের কানে প্রবেশ করে এ আয়াতটি :

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ، أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ،

'তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে নাকি তারাই স্রষ্টা? না-কি তারা আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছে? মূলত তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী নয়। না-কি তোমার প্রতিপালকের ধনভান্ডারগুলো তাদের হাতে, না-কি তারা এর নিয়ন্ত্রক?'[৫]

তিনি বলেন—'এ আয়াত শোনার পর আমার মন ছটফট করতে শুরু করে।'

তুফাইল ইবনে আমর দাওসি যখন নবিজির পবিত্র জবানে কুরআন তিলাওয়াত শোনেন, তৎক্ষণাৎ ইসলামের সামনে আত্মসমর্পণ করেন।

তায়েফ সফরে নবিজির মুখে খালেদ বিন আবু জাবাল এ আয়াতটি শোনেন :

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ

'শপথ আসমানের ও রাতে আগমনকারীর।'[৬]

শোনার পর তিনি তখনই পুরো সুরাটি মুখস্থ করে নেন। এরপর মুসলমান হয়ে যান।

সাহাবায়ে কেরাম দলগতভাবেও কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। হজরত আবু উবাইদা, হজরত আবু সালামা, হজরত আরকাম ইবনু আবিল আরকাম এবং হজরত উসমান ইবনে মাজউন যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন, তখন নবিজি তাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে শোনান। এরপর তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেন।

---

৫. সুরা তুর : ৩৫-৩৭

৬. সুরা তারিক : ১

কুরআনুল কারিমে পারস্যের বিরুদ্ধে রোমানরা বিজিত হবার যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হবার পরও বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

নবি-চরিত্রের প্রভাব

একবার এক ব্যক্তি নবিজির নিকট এসে বেশকিছু বকরি চাইল। নবিজি তার প্রার্থনা পূরণ করলেন। এ দানশীলতা তাকে এতটা প্রভাবিত করল যে—সে তার গোত্রে ফিরে গিয়ে সবাইকে বলতে লাগল, 'লোকসকল, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। নবি মুহাম্মাদ এতটা দানশীল যে, তিনি নিজে রিক্তহস্ত হয়ে যাবার ভয়ও করেন না।'

এক ইহুদি পণ্ডিতের কাছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণী ছিলেন। ঋণ পরিশোধের জন্য সে এতটা তাগাদা দিত যে, একদিন জোহর থেকে পরের দিন ফজর পর্যন্ত নবিজির সঙ্গে লেপ্টে রইল। এ দেখে সাহাবায়ে কেরাম তার ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেন। কিন্তু নবিজি কিছুই বললেন না। তার ভাষ্য হচ্ছে—'কোনো জিম্মি ব্যক্তির প্রতি জুলুম করার অধিকার আল্লাহ আমাকে দেননি।'

পরের দিন সেই পণ্ডিত ইসলাম গ্রহণ করল। ঈমানের নুরে আলোকিত হবার পর সে বলল—'আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর পথে সদকা করে দিলাম। নবিজির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের পেছনে আমার কারণ ছিল একটিই—তাওরাতে তার যে গুণাবলির কথা বর্ণিত হয়েছে, তা পরখ করে দেখা।'

হজরত সুমামা বিন উসাল যুদ্ধবন্দি হয়ে মদিনায় এল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শর্তহীন মুক্তপণহীন ক্ষমা করে দিলেন। এ ঘটনার পর সুমামা তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয় ইসলামের শহর ও ইসলামের আহ্বায়কের প্রেমে।

নবি-বচনের প্রভাব

একবার হজরত জিমাদ রা. মক্কায় এলেন। তিনি কাফেরদের মুখে শুনলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগল হয়ে গেছেন। তিনি নবিজির

খেদমতে হাজির হয়ে বললেন—'আমি পাগলামির চিকিৎসা করি।' নবিজি এরপর তার সামনে বক্তব্য প্রদান করেন, যার প্রভাবে তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করে নেন।

হজরত হালিমা রা.-এর স্বামী অর্থাৎ প্রিয় নবিজির দুধপিতা যখন মক্কায় এলেন, কুরাইশরা তাকে বলল—'শুনেছ কিছু? তোমার ছেলে বলে, মানুষ না-কি মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবে।' তিনি এ শুনে নবিজির নিকট এসে বলল, 'পুত্র, তুমি এসব কী বলে বেড়াও?' নবিজি বললেন, 'যখন সেদিন আসবে, আমি আপনার হাত ধরে বলে দেব—যা বলেছিলাম তা সত্য ছিল।' এ শুনে তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবিজির এ কয়েকটি শব্দ তার মাঝে এত বেশি প্রতিক্রিয়া করেছিল যে—জীবনভর তিনি বলতে থাকতেন, 'আমার ছেলে যেহেতু আমার হাত ধরবে, আমাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েই ছাড়বে।'

নবি-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব

কতিপয় সাহাবি কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবয়ব-অভ্যাস দেখেই নবি-পরিচয় উদঘাটন করে নিয়েছেন। হজরত আবু রাফে কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন নবিজির দরবারে। কেবল নবিজির প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তার মাঝে ঈমানের জোয়ার সৃষ্টি হয়। শেষপর্যন্ত সর্বসম্মুখে ইসলাম গ্রহণ করে নেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম নবিজির চেহারা মোবারক দেখেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন—কোনো মিথ্যুকের চেহারা এতটা পবিত্র হতে পারে না।

দাঈদের প্রভাব

ইসলামের মহান দাঈদের ব্যক্তি-চরিত্রের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে বহু সাহাবায়ে কেরাম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অনেক সাহাবি হজরত আবু বকর রা.-কে দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইয়েমেনের অধিবাসীরা হজরত আলি রা.-এর উপদেশ-নসিহত শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হজরত তুফাইল রা. তার গোত্রের বহু সদস্যকে ইসলামের পথে নিয়ে আসেন। হামদান গোত্রবাসী হজরত আমের বিন শাহর রা.-কে দেখে ইসলাম গ্রহণ করে। গিফার গোত্রের অর্ধেক সদস্য

ইসলাম গ্রহণ করে হজরত আবু জর গিফারি রা.-এর প্রভাবে। হাদিস ও সিয়ারের গ্রন্থগুলোতে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

মোজেজার প্রভাব

এক সফরে সাহাবায়ে কেরাম রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন—তারা সবাই বড্ড পিপাসার্ত। নবিজি দুজন সাহাবিকে পানির খোঁজে পাঠালেন। তারা এক উষ্ট্রারোহী নারীকে পেলেন, যার সাথে ছিল পানিভর্তি দুটি মশক। তারা তাকে নিয়ে নবিজির খেদমতে হাজির হলেন। নবিজি একটি পাত্র নিয়ে তাতে মশক থেকে পানি ঢাললেন এবং মশকের মুখ বন্ধ করে দিলেন। এরপর সবাইকে ডেকে পানি পান করতে বললেন। সাহাবায়ে কেরাম পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করলেন। অথচ সেই দুটি মশকের পানি সামান্যও হ্রাস পায়নি। সেই নারী এ মোজেজা দেখে নিজ গোত্রে গিয়ে ঘোষণা করল—'খোদার কসম, আসমান-জমিনের মধ্যে এ ব্যক্তি হলেন এক মহা আশ্চর্য! নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবি।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনায় তাশরিফ নিয়ে গেলেন। তখন আবদুল্লাহ বিন সালাম হাজির হলেন তার খেদমতে। জিজ্ঞেস করলেন কতিপয় অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে। নবিজি তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নেন।

মক্কাবিজয়ের প্রভাব

যদিও সাহাবায়ে কেরামের বড় একটি দল উল্লিখিত বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে সকল প্রবীণ সাহাবি রয়েছেন—তবুও বৃহৎ সংখ্যক মানুষ ইসলামের ব্যাপক বিজয়ের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন। যখন মক্কা বিজিত হলো, তখন আরবের সাধারণ মানুষ আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে নিজ থেকে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। সহিহ বুখারির বর্ণনায়—আরবরা ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তে মক্কাবিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা বলাবলি করত, 'মুহাম্মাদকে তার গোত্রের (কুরাইশের) কাছে ছেড়ে দাও। যদি সে কুরাইশদের ওপর বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে সত্য নবি।' সুতরাং যখন মক্কা বিজিত হলো, তখন সকল গোত্রের মানুষ দ্রুততার সাথে ইসলাম অভিমুখী হতে শুরু করল।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ইসলামগ্রহণ

শৈশব থেকেই হজরত আবু বকর রা. নবিজির সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক রাখতেন। তিনি ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অধিকাংশ বাণিজ্যিক সফরেও নবিজির সহযাত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করতেন তিনি।

ওহি অবতরণের এক বছর পূর্ব থেকেই আবু বকর রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ওহি অবতরণের সূচনাকালে তিনি বাণিজ্যিক সফরে ইয়েমেনে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে ফিরে আসার পর তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় কুরাইশ সরদার আবু জাহেল, উতবা, শাইবা প্রমুখ। কথাবার্তার একফাঁকে আবু বকর জানতে চান এ সময়ের হালনাগাদ খবরাখবর। তারা বলে, 'সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে, আবু তালেবের এতিম ভাতিজা নিজেকে নবি দাবি করেছে। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা তোমার আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম।' এ শুনে আবু বকর রা.-এর মনে এ ব্যাপারে আরও অবগত হবার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। কুরাইশ নেতাদের যথাসুন্দর উপায়ে বিদায় জানিয়ে তিনি ছুটে যান নবিজির দরবারে। রিসালাতের ব্যাপারে নবিজির সাথে তার কথোপকথন হয় এবং ওই বৈঠকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি এ যাবৎ যত মানুষের সামনেই ইসলামের আহ্বান তুলে ধরেছি, সবার মাঝেই একধরনের দ্বিধা ও সংকোচবোধ কাজ করেছে। কিন্তু আবু বকরকে যখন ইসলামের আহ্বান জানিয়েছি, সে তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করে নিয়েছে।'

হজরত সিদ্দিকে আকবর রা.-এর হৃদয়দর্পণ ছিল পূর্ব থেকেই পবিত্র। ছিল কেবল সত্যের সূর্যোদয়ের অপেক্ষা। বিগত সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা তাকে নবুওয়াতের তাবৎ রূপরেখা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। ফলে সত্যকে ধারণ করতে তিনি বিলম্ব করেননি।

গ্রন্থপঞ্জি

সহিহ বুখারি—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারি রহ.
সহিহ মুসলিম—মুসলিম বিন হাজ্জাজ রহ.
জামে তিরমিজি—মুহাম্মাদ বিন ঈসা তিরমিজি রহ.
মুআত্তা ইমাম মালেক—মালেক বিন আনাস মাদানি রহ.
মিশকাত শরিফ—মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ রহ.
সুনানে আবু দাউদ—সুলাইমান বিন আশআস সিজিস্তানি রহ.
মুসনাদে আহমাদ—আহমদ বিন হাম্বল শাইবানি রহ.
মুসতাদরাকে হাকেম—আবু আবদিল্লাহ হাকেম রহ.
তাবাকাতে ইবনে সাদ—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন সাদ রহ.
উসদুল গাবাহ—আল্লামা ইবনে আসির রহ.
আল-ইসাবাহ—হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ.
তাহজিবুত তাহজিব—হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ.
আল-ইসতিআব—হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ.
সিয়ারুস সাহাবা—মাওলানা শাহ মুঈন উদ্দিন নদবি রহ.
সিয়ারুল আনসার—মাওলানা সাঈদ আনসারি রহ.
সিয়ারুস সাহাবিয়াত—মাওলানা শাহ মুঈন উদ্দিন নদবি রহ.
হায়াতুস সাহাবা—হজরতজি মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবি রহ.
হেকায়াতে সাহাবা—শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহ.
সিরাতুস সিদ্দিক—মাওলানা হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানি রহ.
আল-মুরতাজা—মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি রহ.
আল-ফারুক—আল্লামা শিবলি নোমানি রহ.
সিরাতুন নবী—আল্লামা শিবলি নোমানি, সাইয়েদ সুলাইমান নদবি রহ.

সিরাতে রাসুলে আকরাম—মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি রহ.
সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা—ডা. আবদুর রহমান রাফাত পাশা
উসওয়ায়ে সাহাবা—মাওলানা আবদুস সালাম নদবি রহ.
উসওয়ায়ে সাহাবিয়াত—মাওলানা আবদুস সালাম নদবি রহ.
আহলে কিতাব সাহাবা ওয়া তাবেয়িন—মাওলানা মুজিবুল্লাহ নদবি রহ.
মাআরিফুল হাদিস (অষ্টম খণ্ড)—মাওলানা মনজুর নোমানি রহ.
তারিখে ইসলাম—শাহ মুঈন উদ্দিন নদবি রহ.